সংক্ষিপ্ত প্রতিষ্ঠান পরিচিতি: দেশের বেকার বিশেষ করে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে দারিদ্র্য বিমোচন করার লক্ষে ১৯৯৮ সনের ৭ নং আইনবলে কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৯৯৮ সনের ২২ সেপ্টেম্বর হতে শুরু করে প্রধান কার্যালয়সহ বর্তমানে ০৪টি বিভাগীয় কার্যালয়, ০৪ টি বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ৩৩টি আঞ্চলিক কার্যালয় এবং ২৪৪টি শাখার মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ব্যাংক জামানত গ্রহণ করে অথবা জামানত ব্যাতিরেকে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বিশেষ করে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করে। এছাড়া সরকারের বিশেষ কর্মসূচীর আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন "ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প", "শিল্প কল-কারখানার স্বেচ্ছাঅবসরপ্রাপ্ত/কর্মচ্যুত শ্রমিক/কর্মচারীদের পুনঃপ্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান কর্মসূচী", অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে "কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনে ঋণ সহায়তা কর্মসূচী" এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় "মৎস্য ও প্রাণিজসম্পদ ঋণ সহায়তা কর্মসূচী", "দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম"-এর মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংকের অর্থায়নে এ পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে ৫,৩১,৪২৩ জন এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষসহ সর্বমোট ১৯,১৮,৪৩৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে।

উদ্ভাবনী ধারণা-১

প্রেক্ষাপট:

১. **শিরোনাম:** অনলাইন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ।

২. **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:** অনলাইন কর্মী ব্যবস্থাপনা

বাস্তবায়নের আগে

৩. **উদ্দেশ্য:**

- দ্রুত ও নির্ভুল তথ্য এন্ট্রি করা;
- সবার তথ্য একসাথে পাওয়ার ব্যবস্থা;
- দ্রুত এবং নির্ভুল রিপোর্ট প্রস্তুত করা;
- ব্যক্তিগত সমস্ত তথ্য এক নজরে দেখার সুযোগ;
- দেশের যে কোনো স্থানে বসেই নিজের তথ্য এন্ট্রি করা ও দেখার সুযোগ;
- দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট প্রদান।

বাস্তবায়নের পরে

৪. **কর্মপদ্ধতি:**

- সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর পৃথক লগইন ব্যবস্থা থাকবে।
- অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য কোনো নতুন employee এর তথ্য পূরণের সময় শুধু প্রথমবার সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা প্রধানের ID দিয়ে সফটওয়্যারে লগইন করে প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করে দিতে হবে।
- তারপর কর্মী ব্যবস্থাপনা/আইটি বিভাগ ঐ কর্মীর একটি ID তৈরি করবে যা দিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মী পরবর্তীতে সফটওয়্যারে লগইন করতে পারবে।
- সফটওয়্যারে লগইন করে সংশ্লিষ্ট কর্মী নিজের তথ্য হালনাগাদ করতে পারবে। যখন কোনো কর্মী নিশ্চিত হবে যে তার তথ্য সঠিকভাবে পূরণ করা হয়েছে, তখন সে তথ্য অথরাইজ করে দিবে।
- কর্মী যখন তার তথ্যসমূহ অথরাইজ করে দিবে, তারপর সে আর পূরণকৃত তথ্য পরিবর্তন করতে পারবে না।

- কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ কোনো কর্মীর অথরাইজেশন স্ট্যাটাস-এর ওপর ভিত্তি করে তথ্য check করবে ও ঠিক থাকলে অথরাইজ করে দিবে। আর কোনো তথ্য ভুল থাকলে সংশোধন করে অথরাইজ করে দিবে।

নতুন সেবাদান পদ্ধতি:

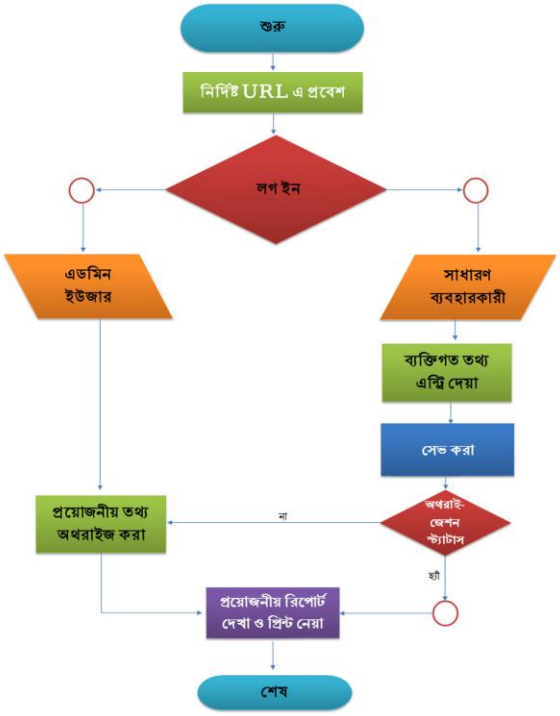

৫. উপকারিতা/সুফল:

- দ্রুত ও নির্ভুলভাবে তথ্য পূরণ করা সম্ভব হবে।
- ডাটা এন্ট্রির জন্য পৃথক জনবল দরকার হবে না।
- প্রয়োজনীয় সংশ্লিষ্ট তথ্য যে কোনো সময় যে কোনো স্থান হতে দেখা যাবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী অথরাইজ করার পূর্বে সম্পাদনা করা যাবে।
- প্রয়োজন অনুযায়ী রিপোর্ট তৈরি করা যাবে। যেমন: ব্যাংকিং ডিপ্লোমা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, পদবী ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের রিপোর্ট পাওয়া যাবে।
- অবসর গ্রহণের সময় এ সকল তথ্য রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

৬. বাস্তবায়ন ও পরিচালন ব্যয়:

ব্যাংকের নিজস্ব অবকাঠামো ও জনবল ব্যবহার করা হবে বিধায় অতিরিক্ত ব্যয় হবে না।

৭. বাস্তবায়ন সময়কাল (সম্ভাব্য তারিখসহ):

- সফটওয়্যারটি তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বর্তমানে এটির টেস্টিং চলছে।
- জুন/২০১৮ এর মধ্যে কর্মসংস্থান ব্যাংকের ৫০টি শাখায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

৮. সুবিধাভোগীর ব্যয় (যদি থাকে):

সিস্টেমটি ব্যবহারের জন্য সুবিধাভোগীর আলাদা কোনো ব্যয় নেই।

৯. সম্প্রসারণ ও রেপ্লিকেশন (যদি থাকে):

- কর্মসংস্থান ব্যাংকের প্রত্যেক শাখায় সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে। জুন/২০১৮ এর মধ্যে ৫০টি শাখায় সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে এবং পর্যায়ক্রমে সকল শাখায় সম্প্রসারণ করা হবে।
- এছাড়াও রাষ্ট্রায়ত্ত সকল প্রতিষ্ঠানে সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে।

১০. সম্ভাব্য ঝুঁকি:

- Online Software বিধায় হ্যাকিং এর সম্ভাবনা আছে। তবে সফটওয়্যারটি Oracle Platform এ তৈরী হওয়ায় অধিকতর নিরাপদ।
- সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে বিভিন্ন User এর Limit set করা থাকবে। ফলে ইচ্ছা করলেই একজন অন্যজনের তথ্য দেখতে বা সম্পাদনা করতে পারবে না।
- Internet Connection ব্যতীত Software এ ডাটা এন্ট্রি করা যাবে না।

১১. বাস্তবায়িত ধারণার ফলাফল (আগে কী ছিল, পরে কী হয়েছে):

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১০-১৫ দিন	৫০০/- থেকে ১৫০০/- টাকা	১/২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৫-১০ মিনিট	৫/- থেকে ১০/- টাকা	প্রয়োজন হবে না
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	৫ মিনিট	৫/- টাকা	প্রয়োজন হবে না

সিস্টেমটি বাস্তবায়িত হলে খুব সহজেই তথ্য ব্যবস্থাপনা করা যাবে । শুধু কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়বে না। ফলে কাজে-কর্মে গতি বাড়বে। বাড়তি জনবল অন্য কাজে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত তথ্য সম্পর্কে নিশ্চিত থাকবে। ব্যাংক ও কর্মকর্তা/কর্মচারীরা প্রয়োজনে এ সকল তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। এছাড়াও নানাবিধ সুবিধা পাওয়া যাবে।

বাস্তবায়নের আগে:

- প্রধান কার্যালয়ের কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীর প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা করে থাকে। বিপুল তথ্য ব্যবস্থাপনা করার জন্য অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীর প্রয়োজন হতো। যেমন:
  - ✓ বিভিন্ন গ্রেডের পদোন্নতির ফাইল ব্যবস্থাপনা;
  - ✓ বেতন বৃদ্ধির ফাইল ব্যবস্থাপনা;
  - ✓ শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ফাইল;
  - ✓ ছুটির ফাইল;
  - ✓ ঋণ সংক্রান্ত ফাইল;
  - ✓ সিনিয়রিটির তালিকা;
  - ✓ বদলি ইত্যাদি।
- এ সকল ফাইল ব্যবস্থাপনার জন্য অধিক জনবল, রেজিস্টার ও ফাইল রাখার প্রয়োজন হতো। যখন কোনো তথ্যের প্রয়োজন হতো তখন সংশ্লিষ্ট ফাইল/রেজিস্টার বের করতে হতো।
- সকল ফাইল ম্যানুয়ালি তৈরি করার ফলে তথ্যগত কোনো ভুল-ভ্রান্তি থাকলে সংশোধন করার জন্য কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগে আসার প্রয়োজন হতো। আর ছোট তথ্যগত ভুল-ভ্রান্তি থাকলে তা আবেদনের মাধ্যমে সমাধান করতে হতো।
- নানাবিধ সমস্যা ও কোনো ধরনের জিজ্ঞাসার জন্য কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগে আসার প্রয়োজন হতো।

বাস্তবায়নের পরে:

- নিজের তথ্য নিজে এন্ট্রি দেয়ায় দ্রুত ও নির্ভুলভাবে তথ্য এন্ট্রি হবে।
- কর্মী ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওপর থেকে কাজের প্রেসার কমবে;
- জনবল কম প্রয়োজন হবে।
- সবার তথ্য একসাথে পাওয়া যাবে।
- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের চাহিদা মোতাবেক রিপোর্ট পাওয়া যাবে এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে। যেমন:
  - ✓ যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ৩ বছরের ওপরে কোনো কর্মস্থলে অবস্থান করছেন তার তালিকা;
  - ✓ নির্দিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ জনবলের তালিকা;
  - ✓ পদোন্নতির তালিকা;
  - ✓ ব্যক্তিগত সকল তথ্য এক নজরে দেখা;
  - ✓ দেশের যে কোনো স্থানে বসেই নিজের তথ্য এন্ট্রি দিতে পারার ব্যবস্থা;
  - ✓ যার তথ্য শুধু সেই দেখতে পাবে;
  - ✓ এ ধরনের আরো অনেক সুবিধা।